সমার্থক শব্দ ও উপসর্গ

প্রবাল চক্রবর্তী

উপসর্গ

- উপসর্গ’ শব্দটি সংস্কৃত বা তৎসম ভাষার শব্দ।
- উপসর্গ বাংলা ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে বা রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- উপসর্গের কাজ নতুন শব্দ গঠন করে
- প্রত্যেকটি উপসর্গ এক একটি অব্যয়সূচক শব্দ।
- উপসর্গ শব্দটি অর্থগতভাবে রূঢ়/ রূঢ়ি শব্দ

উপসর্গ

যে অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।

সুনজর (সু + নজর), অভিযোগ (অভি + যোগ), বেতার (বে + তার) প্রভৃতি শব্দের ‘সু’, ‘অভি’, ‘বে' হলো উপসর্গ।

উপসর্গ

- উপসর্গ সব সময় মূল শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়।
- **উপসর্গ** হলো কিছু অর্থহীন শব্দাংশ, যেগুলি অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এর কাজ হলো নতুন নতুন শব্দ গঠন করা।
- উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, তবে এগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

‘অর্থবাচকতা’ ও ‘অর্থদ্যোতকতা’

- **‘অর্থবাচকতা’** বলতে বোঝায় তার নিজস্ব অর্থ। আর **‘অর্থদ্যোতকতা’** হলো অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা।

- ‘উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে', অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি শব্দাংশ বা শব্দখণ্ড। এদের নিজেদের কোনো অর্থ নেই বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হলেই এরা শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য সাধন করে।

উপসর্গ যখন শব্দ গঠন করে তখন গঠিত শব্দের মাধ্যমে মূল ধাতু বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অর্থের পূর্ণতা সাধনকরে।

উপসর্গগুলোর সঙ্গে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলে এদের রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য ব্যাকরণে উপসর্গকে অব্যয় বলেও গণ্য করা হয়।

উপসর্গের কাজ

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। যেমন – প্র + ভাত = প্রভাত

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। যেমন- পরি + ভ্রমণ = পরিভ্রমণ

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। যেমন - সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায়। যেমন – সু + নজর = সুনজর

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন - অনা + বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

৬. শব্দের বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যেমন- গর + হাজির = গরহাজির

প্রশ্ন যেভাবে হতে পারে

- অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?
- কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
- কদাকার শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত?
- ‘অপ’ কী ধরণের উপসর্গ?

বাংলা ভাষায় সাধারণত ৩ ধরনের উপসর্গ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়

- বাংলা উপসর্গ
- সংস্কৃত বা তৎসম
- বিদেশি উপসর্গ

খাঁটি বাংলা উপসর্গ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা উপসর্গ একুশটি।

পাতিরাম কু অঘা ইতি আব।   অ অনা আন ঊন সু নি।

সহাসা বিকদ আ অজ ভর।

বাংলা উপসর্গ ২১ টি

অ, অনা, অজ, অঘা,

আ, আড়, আন, আব,

স, সা, সু, হা

ইতি, ঊন,

কদ, কু, নি,

পাতি, বি, ভর, রাম

পাতিরাম কদকুনির প্রেমে বি ভর ছিল। একদা পাতিরাম সসা মনে করে সু খেয়ে ফেলল যা দেখে কদকুনি হা হয়ে গেল।

সংস্কৃত (তৎসম) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি

অতি পরা অপ নির

পরি প্রতি সম নি।

অভি দূর হতে অপির অবমাননা, উৎপীড়ন ও উপেক্ষা, প্রহার, অনধিকার চর্চা অনুধাবন

করত।

সংস্কৃত (তৎসম) উপসর্গ

প্র, পরা, পরি, প্রতি

অতি, অধি, অপি, অভি, অপ, অব, অনু, আ

নি, নির

সু, সম,

বি, উৎ, দূর, উপ

বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু- হিন্দি এইসব ভাষার উপসর্গ বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু- হিন্দি

- আরবি- আম, খাস, লা, গর, খয়ের, বাজে
- ফারসি- বদ্ , বর্ , নিম্ , ফি, কম্ , বে্, দর্ , কার্ না
- ইংরেজি- হেড, সাব, হাফ, ফুল
- উর্দু-হিন্দি- হর

ফারসি:
বদমেজাজী বেগমের বদনাম
কম ফি দে কারখানা দরকার
কষ্ট নিমকহারাম না নারাজ,

কমন উপসর্গ (বাংলা, তৎসম)

আ সু বি নি

কোন উপসর্গ?

আকণ্ঠ- এখানে কোন উপসর্গ?

বাংলা

- **আ** -আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আকাঠা, আগাছা।
- **সু** -সুনজর, সুদিন, সুকাজ, সুখবর
- **বি** -বিভূঁই, বিপথ।
- **নি** -নিলাজ, নিরেট, নিভাজ, নিখুঁত

তৎসম

- **আ**- আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র, আরক্ত, আভাস, আগমন।
- **সু**- সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল, সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ।
- **বি**- বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক, বিন্দ্রি, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল, বিচরণ, বিক্ষেপ, বিকার, বিপর্যয়।
- **নি**- নিবৃত্তি, নিবারণ, নির্ণয়, নিদাঘ, নিদারুণ, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।

একাধিক উপসর্গ

অপব্যবহার - অপ+বি+অব (হার)

অনুসন্ধান - অনু+সম (ধান)

অত্যাশ্চর্য - অতি+আ (চর্য)

পর্যবেক্ষণ - পরি+অব (ঈক্ষণ)

উপসংহার - উপ+সম (হার)

অত্যাচার - অতি+আ (চার)

অনুপ্রবেশ - অনু+প্র (বেশ)

পর্যালোচনা - পরি+আ (লোচনা)

প্রতিসংহার - প্রতি+সম (হার)

একাধিক উপসর্গ

উপনিষদ - উপ+নি (সদ)

দুর্নিবার - দুর+নি (বার)

প্রত্যুপকার - প্রতি+উপ (কার)

সম্প্রদান - সম+ প্র (দান)

নিরপরাধ- নির+অপ (রাধ)

অপ্রতিরুদ্ধ - অ+প্রতি (রুদ্ধ)

অপরিমাণ - অ+পরি (মান)

অপরিকল্পিত - অ+পরি (কল্পিত)

প্রত্যাবর্তন - প্রতি+আ (বর্তন)

অবিচ্ছিন্ন - অ+বি (ছিন্ন)

অসংযত - অ+সম (যত)

অভ্যুত্থান - অভি+উৎ (স্থান)

একাধিক উপসর্গ

অপ্রকল্প - অ+প্র (কল্প)

বিপ্রকর্ষ - বি+প্র (কর্ষ)

অবিসংবাদ - অ+বি+সম (বাদ

ব্যধিকরণ - বি+অধি (করণ)

ন্যূনতম - নি+ঊন (তম)

সমানাধিকরণ - সম+অনা+অধি (করণ)

অপ্রতিদ্বন্দ্বী - অ+প্রতি (দ্বন্দ্ব+ঈ)

সম্প্রসারণ - সম+প্র (সারণ)

সমভিব্যাহার- সম+অভি+বি+আ (হার)

অনির্বাণ - অ+নির (বান)

অপরিবর্তন - অ+পরি (বর্তন)

অত্যাসক্তি - অতি+আ (সক্তি)

একাধিক উপসর্গ

প্রত্যাবর্তন - প্রতি+আ (বর্তন)

অবিচ্ছিন্ন - অ+বি (ছিন্ন)

অসংযত - অ+সম (যত)

অভ্যুত্থান - অভি+উৎ (স্থান)

সমাবর্তন - সম+আ (বর্তন)

সংবিধান - সম+বি (ধান)

অপরিত্যাজ্য - অ+পরি (ত্যাজ্য)

অপিনিহিতি - অপি+নি (হিত+ই)

সমার্থক শব্দ

অগ্নি

আগুন: আগুনে সবকিছু পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

অনল: আমার সুখের ঘর অনলে পুড়ে হল ছাই।

সর্বভুক: আগুন হল সর্বভুক, মুহূর্তে সবকিছু খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে।

দহন: দহনে পুড়িল হৃদয় দেখিল না কেউ।

শিখা: জ্বেলে দে তোর বিজয়-শিখা।

সমার্থক শব্দ

synonym

- সম + অর্থ + ক
- সমার্থবোধক
- একার্থবোধক
- এক বা অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা একই অর্থে ব্যবহার করা যায় তাদের **সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ বলা হয়।**

সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দের প্রয়োজনীয়তা

১. সমার্থক শব্দের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

২. সমার্থক শব্দের ব্যবহার একই শব্দের বার বার প্রয়োগজনিত সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করে। ফলে রচনায় বৈচিত্র্য আসে।

৩. এর ব্যবহার প্রকাশ শৈলীতে অভিনবত্ব আনয়ন করে। বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
মনোভাবের সার্থক প্রকাশ ঘটানো যায়।

৪. এর মাধ্যমে পাঠক নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

৫. গদ্য কিংবা কবিতার ছন্দে মাত্রাসংখ্যা যথাযথ রাখতে সমার্থক শব্দের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আ

আকাশ

বিহঙ্গ

পাখি/পক্ষী

- বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম
- খগ, খগম
- খচর, খেচর
- পতগ, পতত্রী
- চিড়িয়া, অণ্ডজ, শকুন্ত, গরুড়

ভুজঙ্গ

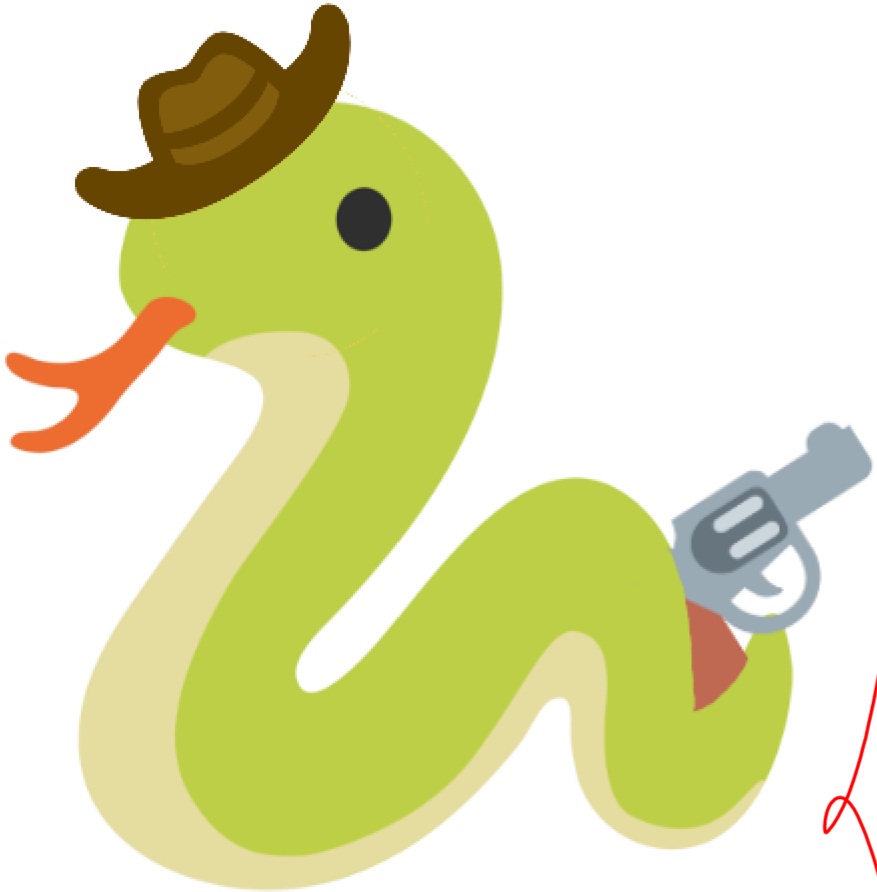

সাপ/সর্প

- ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম, উরহ,
- অহি, আশীবিষ, পন্নগ, কাকোদর
- পন্নগ, পবনাশ, পবনাশন
- নাগ, নাগিনী,
- ফণী, ফণাধর, বিষধর,

কুরঙ্গ

হরিণ

কুরঙ্গ, কুরঙ্গক, কুরঙ্গম ,

সারঙ্গ,

মৃগ, ঋষ্য

তুরঙ্গ

ঘোড়া

- তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম
- অশ্ব, ঘোটক, বাজি, হয়, মরুদ্রথ, বড়বা, কীকট

প্রশ্নোত্তর পর্ব

'তুরগ' কোন শব্দের প্রতিশব্দ ?

ক.হাতি

খ.গরু

গ.অশ্ব

ঘ.ছাগল

আকাশ

খ

খগোল

অভ্র

গগন

অন্তরীক্ষ

অম্বর

ব্যোম

শূন্যলোক

আসমান

দ্যুলোক

শূন্য

অনন্ত

আকাশ

নীলিমা

সুরপথ

অম্বরতল

খলোক

নক্ষত্রলোক

নভঃ

নভোলোক

নভোমণ্ডল

নভস্তল

নভস্থল

জল/পানি

জীবন
উদক
নীর
সলিল
বারি
অর্ণঃ

বারুণ
তোয়
পয়ঃ
অপ
অম্বু
অম্ভু

মেঘ (জল+দ/ধর)

জলদ
বারিদ
নীরদ
পয়োদ
তোয়দ
অম্বুধর

পয়োধর
নীরধর
নীরধর
অম্বুবাহ
অম্বুবাহী
ঘন

জীমূত
অভ্র
বারিবাহ
কাদম্বিনী

P2A

সমুদ্র (জল+ধি/নিধি)

অর্ণব
বারিধি
অম্বুধি
বারিনিধি
জলনিধি
পয়োধি
অম্ভোধি
অম্ভোনিধি

নীরধি
তোয়ধ
নীরনিধি
জয়েন্দ্র
জলেন্দ্র
সাগর
সায়র

দরিয়া
জলেশ্বর
নদীকান্ত
বারীন্দ্র
পারাবার
মকরাকর
পাথার

আগুন

অগ্নি, আগুন, বহ্নি,

পাবক, হুতাশন, অনল,

দহন, শিখা, সর্বভুক,

কৃশানু, বৈশ্বানর

রবি

রবি, ভানু, আফতাব, তপন, অরুণ,
সবিতা, অর্ক, দিনেশ, কিরণমালী,
দিনমণি, দিনপতি, আদিত্য, সুর, মার্তণ্ড,
অংশুমালী, দিননাথ, উষাপতি, চিত্রভানু,
প্রভাকর, দিবাকর, বিভাকর, ভাস্কর,
দিনকর, দিবাবসু, বিভাবসু ।

চাঁদ/চন্দ্র

শশী, শশধর, শশাঙ্ক, শুধাংশু, হিমাংশু,

ইন্দু ,সোম, বিধু,

সিতকর, সুধাকর, কলানিধি

নিশাকর, নিশাকান্ত, নিশিপতি, নিশিনাথ

তারাপতি, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত।

পৃথিবী

- ধরা, ধরণী, ধরাতল, ধরাধাম, ধরিত্রী, মহি, মেদিনী, অবনি, অদিতি
- ভুবন, ভুবনমাতা, ভূ, ভূখণ্ড, ভূতল, ভূভাগ, ভূমণ্ডল, ভূলোক, ভূগোল
- পৃথিবী, পৃথিবীতল, পৃথিবীমণ্ডল, পৃথ্বী
- বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী, বসুমাতা, বিশ্ব, বিশ্বম্ভরা
- ইরা, ইলা, ইলিকা, ইহজগৎ, ইহলোক,
- ক্ষিতি, ক্ষিতিজ, ক্ষোণি , উর্বী, ব্রহ্মাণ্ড

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘অরুণ’ শব্দটির প্রতিশব্দ কোনটি?

ক.উদক

খ.আপন

গ.বিধূ

ঘ.সবিতা

পাহাড়

ক্ষিতিধর	পাহাড়
মেদিনীধর	অদ্রি
পৃথিবীধর	ভূধর
পৃথ্বীধর	মহীধর
অবনীধর	নগ
ধরণীধর	অচল
ধরাধর	শৃঙ্গধর
বসুধাধর	অগ

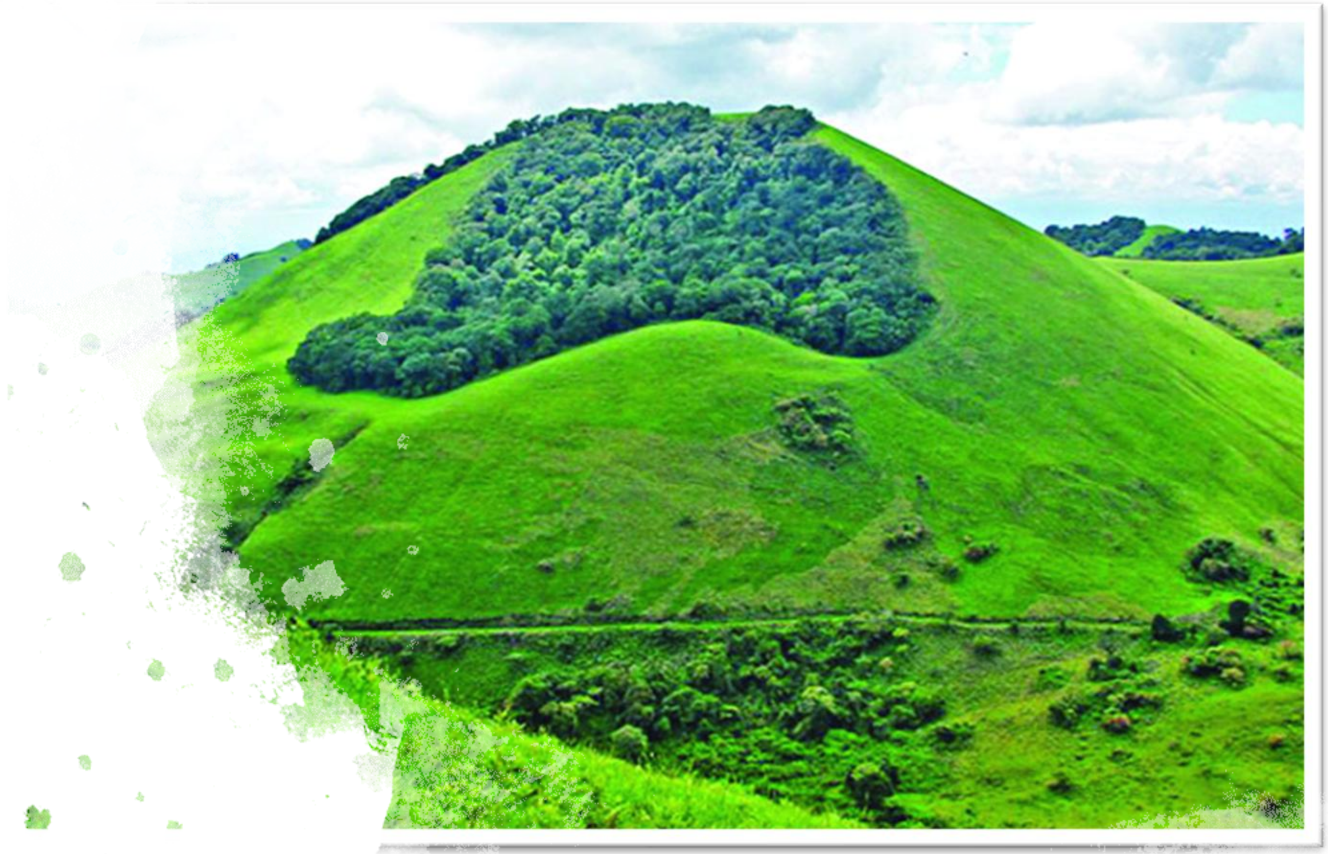

বৃক্ষ

গাছ	মহীরুহ
তরু	উদ্ভিদ্
দ্রুম	বিটপী
শাখী	পত্রী
পল্লবী	গাছপালা
পাদপ	বনস্পতি

P2A

বন

অটবি, অরণ্য, অরণ্যানি, জঙ্গল, কানন, বিপিণ, কুঞ্জ, কান্তার, বনানী

বায়ু/বাতাস

- অনিল, পবন, হাওয়া,
- সমীর, সমীরণ,
- মরুত, মারুত,
- গন্ধবহ, বাত, বায়, প্রভঞ্জন

পদ্ম

- কমল, শতদল, সহস্রদল, উৎপল, নীলোৎপল
- পঙ্কজ, অব্জ, অম্বুজ, নীরজ, সরোজ, সরসিজ, সরোরুহ
- নলিনী, অরবিন্দ, ইন্দিরা, কুমুদ, রাজীব
- তামরস, কোকনদ, কৈরব

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়?

ক.পাবক

খ.মারুত

গ.পবন

ঘ.অনিল

নদী

নদ

তটিনী

প্রবাহিণী

তরঙ্গিনী

শৈবলিনী

স্রোতস্বিনী

স্রোতস্বতী

স্রোতোবহা

মন্দাকিনী

কল্লোলিনী

নির্ঝরিণী

সমুদ্রকান্তা

সমুদ্রদয়িতা

গাঙ

সরিৎ

হাতি

গজ

হস্তী

করী

দ্বিপ

মাতঙ্গ

কুঞ্জর

দ্বিরদ

ইরম্মদ

নগজ

পিল

রদনী

মাকনা

কুনকি

ঐরাবত

কাক

বায়স

বলিভুক

পরভৃৎ

বলিপুষ্ট

অন্যভৃৎ

কাকাল

ময়ূর

- কেকা　　কেকী
- কলাপ　　কলাপী
- শিখী　　শিখণ্ডী

বর্হী

কুন্তল

- শিরজ, শিরসিজ, শিররুহ
- চুল, কেশ, কেশদাম
- চিকুর, কুন্তল, অলক, কচ

প্রভা

- আলো
- আভা, বিভা, প্রভা
- দীপ্তি, দ্যুতি, ভাতি, দীধিতি,
- অংশু, অংশুক, আলোক, অর্চি, রশ্মি,
- কর, কিরণ, জ্যোতি, তেজ, ত্বিষা, ধাম, নুর
- উদ্ভাস, ময়ুখ

P2A

তম

আঁধার, অন্ধকার, শর্বর, নিরালোক, তমসা, অমা, নিষ্প্রদীপ

রাত্রি

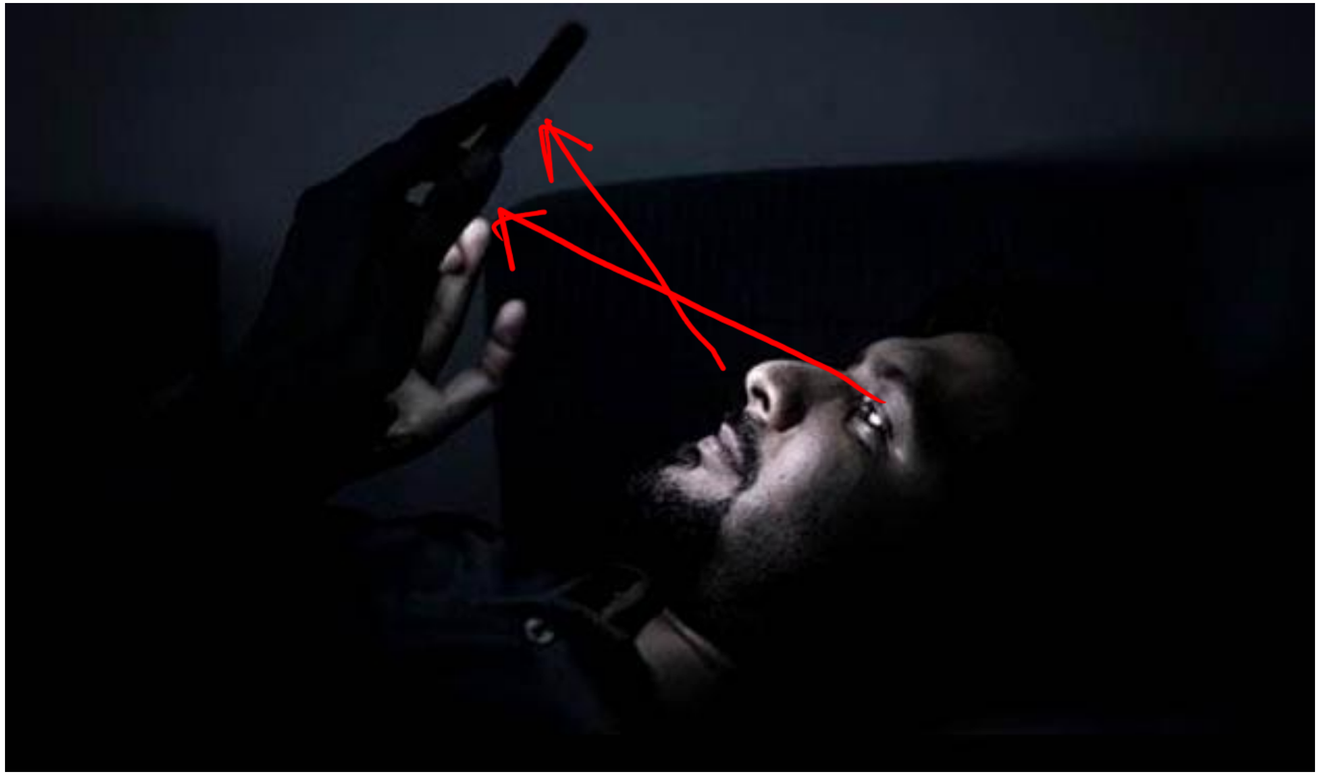

রাত, শর্বরী, রাত্রি, রজনী, নিশি, নিশা, যামিনী, বিভাবরী, নিশিথিনী, ক্ষণদা, ত্রিযামা

দিন

দিবস, দিবা, অহ, অহ্ন, বাসর

আঁখি

চোখ, আঁখি, অক্ষি,

লোচন, নেত্র, নয়ন,

দর্শনেন্দ্রিয়, নজর

স্ত্রী

জায়া, ভার্যা, ভামিনী,
অর্ধাঙ্গী, সহধর্মিণী,
জীবন সাথী, বউ, দার,
বনিতা, কলত্র, গৃহিণী,
গিন্নী

সুত

ছেলে, দুলাল

আত্মজ, অঙ্গজ, খোকা

কুমার, তনয়,

নন্দন

মেয়ে

কন্যা, দুলালি, সুতা, দুহিতা

আত্মজা, তনয়া, পুত্রী, ঝি

বালা, নন্দনি, দারিকা

P2A

কাঞ্চন

স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোনা

কনক, হেম, হিরণ্য, হিরণ

P2A

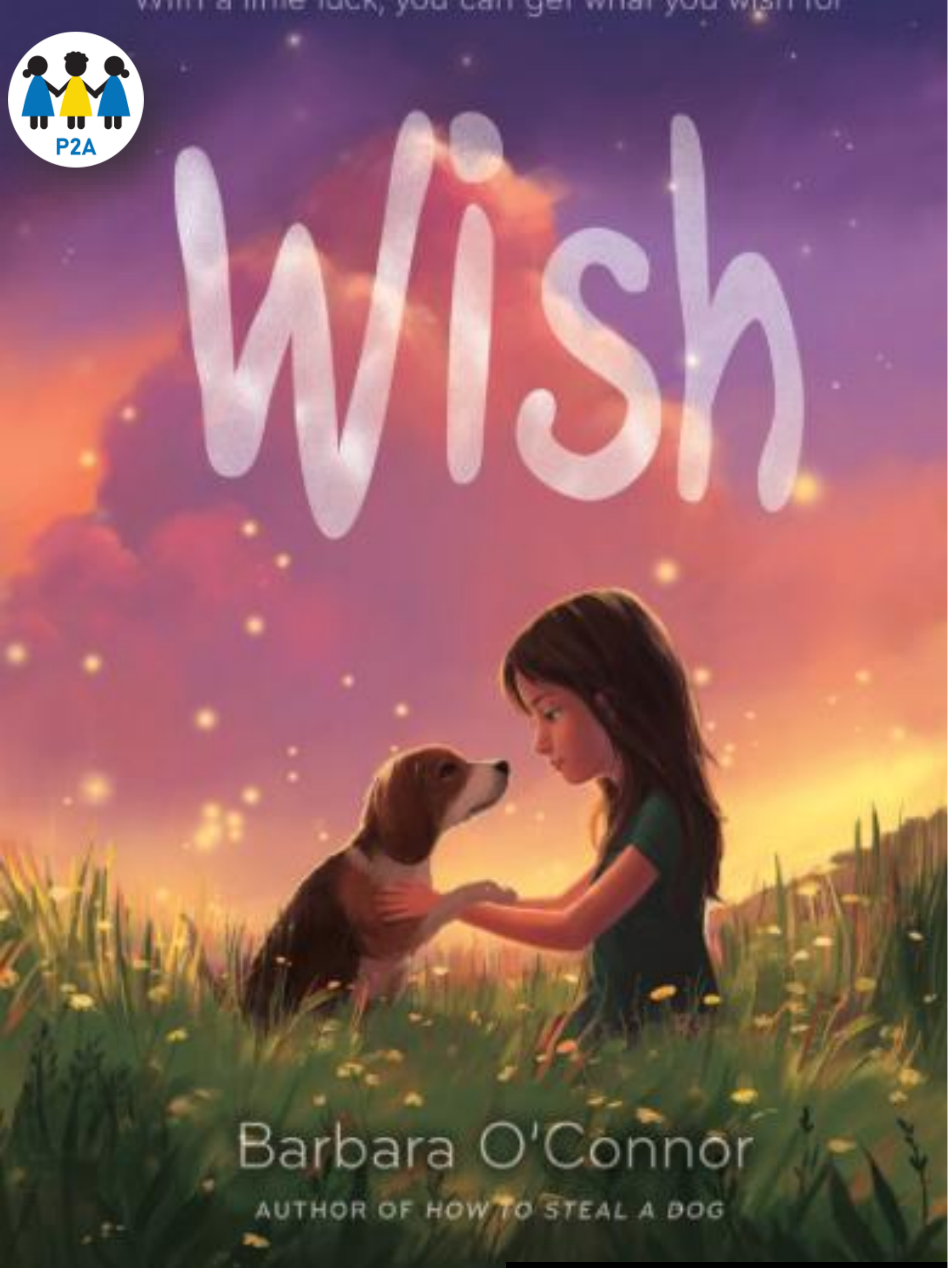

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

ইচ্ছা

আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, অভিরুচি, অভিপ্রায়, আগ্রহ, স্পৃহা, কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, ঈপ্সা, ঈহা

নৃ

মানব, মনুষ্য,

লোক, জন, নর,

মানুষ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি কন্যার সমার্থক নয়?

ক.আত্মজা

খ.বালা

গ.সুতা

ঘ.অংশু

অনীক

সৈনিক, সৈন্য

যুদ্ধ

বিগ্রহ, রণ, লড়াই, সমর,
আহব, সমীক, যুঝ, প্রতিদারণ

হরিৎ

সবুজ

মক্ষিকা

মাছি

পাণি

হাত

নীপ

কদম

অবগুণ্ঠন

ঘোমটা

সেই মুহূর্ত যখন আপনি কোন ডাক্তারের কাছে যান কিন্তু তিনি একজন মেয়ে ডাক্তার

তখন আপনি:-

অপ্রতিভ

লজ্জিত

অনিকেত

গৃহহীন

অধমর্ণ

ঋণী

উত্তমর্ণ

যে ঋণ দেয়/ মহাজন

অশ্ম

পাথর

অশন

আহার

আড়ং

হাট

আপণ

দোকান

উপাধান

বালিশ

ঊর্ণনাভ

মাকড়সা

ঋজু

সরল

কুসীদজীবী

সুদে টাকা ধার দিয়া জীবিকার্জনকারী, সুদখোর

কৌমুদী

জ্যোৎস্না

পনস

কাঁঠালের প্রতিশব্দ

এষণা

খোঁজা

অভ্যাগত

অতিথি

কলেবর

আকার, কাঠামো, গড়ন

অনুবন্ধ

আরম্ভ, শুরু, সূচনা,

ঈপ্সা

ইচ্ছা, মনোরথ

সমীচীন

উচিত

কল্লোল

ঊর্মি, বীচি, ঢেউ, হিল্লোল

কাকপুচ্ছ

কোকিল, পরভৃত,

পিক, মধুসখা,

অন্যপুষ্ট, বসন্তদূত

ভ্রমর

ভোমরা, মৌমাছি, মধুকর, ষটপদ, মধুপ, অলি, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ

রেবতক

কবুতর

শকট

গাড়ি

কান্তি

ছবি, শোভা, চিত্র

পাট্টা

দলিল

অষ্টপ্রহর

দিন

সফেদ

সাদা

বামা

নারী

প্রসূন

ফুল

পাদপ

বৃক্ষ

সৌদামিনী

বিদ্যুৎ

প্রতীচী

পশ্চিম দিক

উদীচী

উত্তর দিক

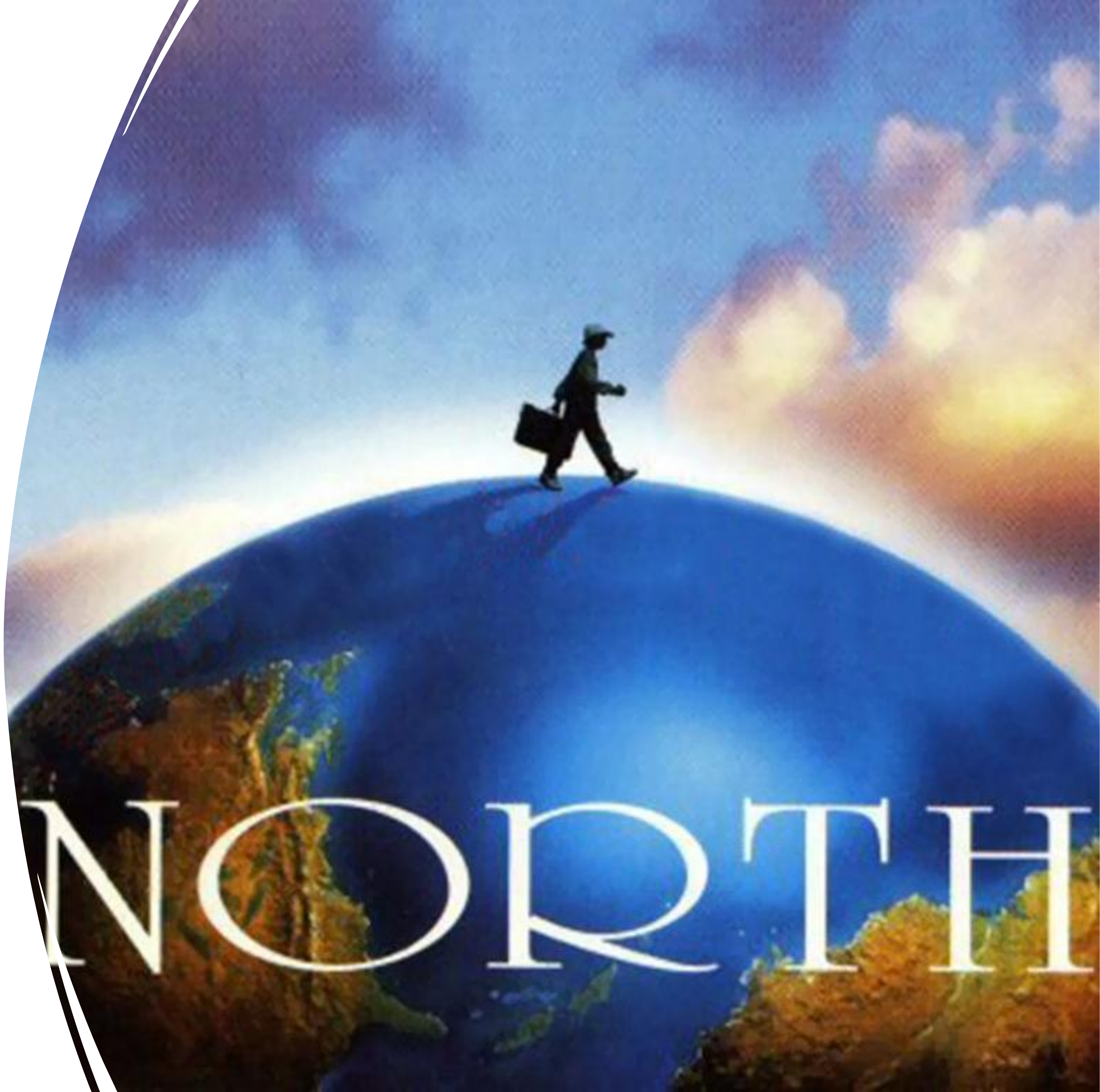

উপল

শিলা বা পাথর

Thank You